উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষতি

Lambi Umeedon kay Nuqsanat

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Books.dawateislami.net

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষতি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, নবীয়ে মুকার্রম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে আমার উপর একশবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিপিবদ্ধ করে দেন, এ বান্দা নিফাক ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত। আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।” (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭২৯৮)

হোঁ দুরূদ ও সালাম আক্বা লব পর মুদাম,
হার ঘড়ী দম বদম তাজেদারে হারম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু’জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ اللهَ, تُوبُوْا اِلَى اللهِ ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ক্ষতি সমূহঃ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "উয়ূনুল হিকায়াত" এর ৩৪৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

বসরার বাদশাহ্ রাজ্যের শাসনভারকে বিদায় জানিয়ে তাকওয়া ও পরহেযগারীর রাস্তা অবলম্বন করলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার রাজত্বের শাসনভারের দিকে ধাবিত হলেন এবং আরাম আয়েশের মধ্যে বাকী জীবন অতিবাহিত করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। সে এক সুন্দর মহল বানালো, যার মধ্যে উন্নতমানের কার্পেট বিছালো এবং সবধরণের সাজ-সজ্জা দিয়ে সেই জাকজমক পূর্ণ মহলটি সাজালো আর একটি কক্ষ অতিথিদের জন্য নির্ধারণ করে দিলো। সেখানে উত্তম বিছানা বিছানো হয়, বিভিন্ন প্রকারের খাবার পরিবেশন করা হয়। ঐ বাদশাহ্ লোকদেরকে আমন্ত্রণ করতো, জাকজমক পূর্ণ মহল ও বাদশাহ্র মান-মর্যাদা দেখে লোকেরা খুব প্রশংসা ও চটুকারিতা করতো। এই ধারাবাহিকতাটা অনেক বছর ধরে চলমান ছিলো। বাদশাহ্ দুনিয়ার রঙ্গের মধ্যে হারিয়ে গেলো, তার এই জাকজমক পূর্ণ মহলের মধ্যে সব ধরণের সঙ্গীতের সরঞ্জাম ও খেলতামাশার সরঞ্জাম ছিলো। সে সব সময় দুনিয়াবী বাজে কাজকর্মে মগ্ন থাকতো। এই মগ্নতা তাকে উচ্চাশা অর্থাৎ উচ্চ আশার ধ্বংসাত্মক বাতেনী রোগের মধ্যে সম্পৃক্ত করে দিলো। একদিন সে তার বিশেষ উযীর, মন্ত্রী ও আত্মীয়দের ডেকে বললো: তোমরা এই জাকজমকপূর্ণ মহলের মধ্যে আমার আনন্দ দেখতে পাচ্ছো। দেখো! আমি এখানে কতো শান্তিতে রয়েছি, আমি চাচ্ছি যে, আমার সব ছেলেদের জন্য এই ধরণের জাকজমকপূর্ণ মহল বানাবো। তোমরা কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করো, খুব মজা করো এবং আরো মহল বানানোর ব্যাপারে ভালো পরামর্শ দাও, যাতে আমি আমার ছেলেদের জন্য মহল তৈরী করতে সফলকামী হয়ে যায়। অতঃপর ঐ লোকেরা তার কাছে অবস্থান করতে লাগলো। একরাতে বাদশাহ্ সহ সব লোকেরা খেল-তামাশায় ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় মহলের এক পাশ থেকে অদৃশ্য আওয়াজ সবাইকে চমকে দিলো। কোন বক্তা বলতে লাগলো: "হে নিজের মৃত্যুকে ভুলে দালান প্রস্তুতকারী! উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দাও। কেননা, মৃত্যু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

লোক নিজে যতই হাসুক বা অন্যকে হাসাক অথচ মৃত্যু তার জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আর খুব বেশি উচ্চাশা পোষণকারীর সামনে একেবারেই প্রস্তুত। এমন দালান কখনো তৈরী করোনা, যেখানে তুমি থাকতে পারবে না। তোমরা ইবাদত ও রিয়াজত করো, যাতে তোমাদের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।” এ অদৃশ্য আওয়াজ বাদশাহ্ ও তার সকল সঙ্গীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করলো। বাদশাহ্ তার বন্ধুদের বললো: যে অদৃশ্য আওয়াজ আমি শুনেছি, তাকি তোমরাও শুনেছো? সকলে একি সূরে বললো: জ্বি, হ্যাঁ! আমরাও শুনেছি। বাদশাহ্ বললো: যে জিনিসটি আমি অনুভব করছি, তা কি তোমরাও অনুভব করছো? জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কি অনুভব করছেন? সে বললো: আমি আমার অন্তরে কিছু বোঝার মতো অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, এটা আমার মৃত্যুর সংবাদ। লোকেরা বললো: এরূপ কিছুতো নয়, আপনার আয়ূ বৃদ্ধি হোক আর সৌভাগ্য মণ্ডিত স্থায়ী হোক। আপনি চিন্তা করবেন না। ঐ অদৃশ্য আওয়াজ বাদশার মন থেকে উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ করে দিলো। এই আরাম আয়েশ পদমর্যাদা তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। আখিরাতের চিন্তা তার উপর বিজয়ী হলো। তার অন্তরে আশার আগুন নিভে গেলো এবং গুনাহ ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এটাই আরজ করলো: হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমাকেও এখানে উপস্থিত তোমার বান্দাদের স্বাক্ষী রেখে তোমার দিকে নিবেদিত হচ্ছি এবং আমার সমস্ত গুনাহ ও উচ্চাবিলাসীর উপর লজ্জিত হয়ে তাওবা করছি। হে আমার সৃষ্টিকর্তা! যদি তুমি আমাকে পৃথিবীতে আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে আমাকে সর্বদা তোমার অনুসরন ও অনুকরনের রাস্তায় চালিয়ে দাও। আর যদি আমাকে মৃত্যু দিয়ে তোমার দিকে ডেকে নিতে চাও, তবে আমার উপর দয়া করো, আর তোমারি দয়ায় আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। বাদশাহ্ এ ভাবেই আবেদনে ব্যস্ত ছিলো এবং তার ব্যথা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তার পর সে এই বাক্যগুলোর পূররাবৃত্তি করেন। **আল্লাহ্ তাআলা**র কসম! মৃত্যু! **আল্লাহ্ তাআলা**র কসম! মৃত্যু! ব্যস এই বাক্যগুলো তার মুখে জারী ছিলো এবং তার রূহ বের হয়ে গেলো। ঐ সময়ের ফোকাহায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: ঐ বাদশাহ্র মৃত্যু তাওবার উপর হয়েছিলো। (মওছুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কছরুল আমল, ৩/৩৬১, নং- ২৭১। উয়ূনুল হিকায়াত, আল হিকায়াতুছ ছালাছাতু ওয়া সাবউন, ৪০৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

খোদায়া বুরে খাতেমে ছে বাঁচানা, পড়োঁ কলমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহী!
গুনাহো কি আদত বড়ি যা রহি হে, করম ইয়া ইলাহী! করম ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১০-১১১ পৃষ্ঠা)

উচ্চ আকাঙ্ক্ষা গুনাহের মূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বাদশাহ্‌কে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা কিভাবে ধ্বংসযজ্ঞ পৃথিবীর আরাম আয়েশের অভ্যস্ত বানিয়ে দুনিয়াবী উপভোগের মাতাল বানিয়ে দিলো। এই উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার জালে ফেঁসে সে কবরের ভয় থেকে দূরে সরে জাকজমক পূর্ণ মহলের নির্মান ও খেল-তামাশার সরঞ্জামে ব্যস্ত ছিলো, বন্ধুদের উপকারহীন সঙ্গ এবং খাদিমদের চাটুকারিতার নেশায় কববের একাকীত্বের কথা একেবারেই ভুলে গেলো। কিন্তু যখনি অন্তরে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার আগুন নিভে গেলো, উদাসীনতার অন্ধকার দূরে হয়ে গেলো, তখন তার অন্তর তাওবার প্রতি ধাবিত, গুনাহ থেকে বিমুখ ও দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। প্রকৃত পক্ষে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপদ মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের মুসীবতের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। এভাবে বান্দা গুনাহর ব্যাপারে সাহসী হয়ে যায়। আর অনেক সময় গুনাহর সাহসীকতা মন্দ পরিণতির কারণ হয়। স্মরণ রাখবেন! উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত গুনাহের মূল এবং মানুষের ধ্বংসের একটা কারণ। যেমন-

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “ اَوَّلُ فَسَادِھَا اَلْبُخْلُ وَالْاَمَلُ অর্থাৎ ঐ উম্মতের প্রথম ক্ষতি কৃপণতা ও উচ্চ আশা।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/২৬০, হাদীস- ৫২৮১) এই বাণী প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: অর্থাৎ মুসলমানের প্রথম গুনাহ। যেটা অন্য গুনাহের মূল। সেটা এই দুই জিনিস; (১) কৃপণতা মূল হলো রক্তপাত ও ফ্যাসাদের। (২) উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূল হলো উদাসীনতাও গুনাহের। মানুষ বার্ধক্যের মধ্যেও এটা চিন্তা করে যে, এখনো বয়স অনেক আছে, নেকী কালকে করে নিবো কালকে থেকে নেকী করার এই ধ্যান ধারণার মধ্যে থাকা অবস্থাই মৃত্যু এসে যায়।

(মিরআতুল মানাজিহ, ৭/৯৪)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনি ভাবে প্রকাশ্য রোগ থেকে বাঁচার জন্য মৌলিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তেমনি ভাবে বাতেনী রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও জ্ঞান থাকা জরুরী। এই জন্য উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচিতি মনের মধ্যে গেঁথে নিন। যে বস্তু সমূহ অর্জন করা খুবই কঠিন, সেগুলোর জন্য উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা রেখে জীবনের মূল্যবান মুহুর্ত নষ্ট করাকে উচ্চ আশা বলা হয়।

(ফয়যুল ক্বদীর, হরফুল হামযাহ, ১/২৭৭, হাদীস- ২৯৪)

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষতি সমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে **আল্লাহ্ তাআলা** ১৪ পারার সূরা হিজরের ৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদেরকে ছাড়ুন! খেতে থাকুক এবং ভোগ করতে থাকুক! আর আশা আকাঙ্ক্ষা, খেলাধূলায় মগ্ন রাখুক! অতঃপর তারা জানতে পারবে।

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: এতে হুশিয়ারি রয়েছে যে, উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার স্বাদ উপভোগের প্রত্যাশায় মগ্ন হয়ে যাওয়া, ঈমানদারের শান নয়। হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ সঠিক পথ থেকে বাধা প্রদান করে।

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী:

আসুন! উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার আপদ প্রসঙ্গে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনি; যেমন-

(১) "৬টি জিনিস আমলকে নষ্ট করে দেয়; (১) সৃষ্টি জগতের ত্রুটি অনুসন্ধানে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা,

(৪) লজ্জাশীলতার অভাব। (৫) উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, (৬) সীমার অধিক অত্যাচার।”

(কানযুল উম্মল, কিতাবুল মাওয়ায়িয, কিছমুল আকওয়াল, আল ফসলুল সাদিস, ১৬/৩৬, হাদীস- ৪৪০১৬)

(২) “বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের নফসের চাহিদাকে দূর্বল করে দেয় এবং মৃত্যুর পর আগত জীবনের জন্য নেক আমল করে। আর সহায়হীন সে, যে নফসের চাহিদার অনুসরন করে আর **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রাখে।”

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিলযুহদি ওয়া কছরিল আমল, ৭/৩৫০, হাদীস- ১০৫৪৬)

(৩) “আমি আমার উম্মতের উপর যেই জিনিসগুলোর ভয় করি তার মধ্য থেকে ভয়ানক জিনিস হলো: কুপ্রবৃত্তির চাহিদা এবং উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা।”

(আল কামিল ফি দুফায়িরির জাল, আলী বিন আবি আলী, ২/৩১৬)

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নেক কার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দীর্ঘ আয় পাওয়ার উচ্চ আশায় নামায কাযা করা, যাকাত ও ফরয হজ্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব করিয়ে দেয়া। সব সময় আরাম আয়েশ পূর্ণ জীবন পাওয়ার উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে জড়িয়ে রাখে। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের অন্তরের মধ্যে ধন-দৌলতের আশা সৃষ্টি করে। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা সুউচ্চ দালান তৈরী করতে উৎসাহিত করে। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের মন থেকে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে নিজের আমলের জবাব দেওয়ার ভয় এবং মন্দ পরিণতির ভয় বের করে দেয়। মানুষ উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষায় পড়ে মুসলমানদের প্রতি রাগ ও শত্রুতা পোষণ করে। তাওবা করার আশায় গীবত, চোগলখোরী, হিংসা, অহংকারের মতো বাতেনী গুনাহের মধ্যে লিপ্ত এবং শয়তান তার অন্তরে রাজত্ব করে। (মওছুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কসরুল আমল, ৩/৩২৭, নং ১০৩) উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারনে নেকী করা কঠিন হয়ে যায়। যেমনি ভাবে-

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নেকী ও আনুগত্যের পথে বাধা। এমনকি প্রত্যেক ফিতনা ও মন্দের মাধ্যম। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া একটি রোগ, যেটা মানুষের আরো অনেক রোগের মধ্যে সম্পৃক্ত করে। (মিনহাজুল আবেদীন, ১১৮ পৃষ্ঠা)

৬টি পরীক্ষা!

প্রথম পরীক্ষা: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অলস বানিয়ে দেয়। এই কারণে নেকী করার পূর্বেই অন্তরের মধ্যে এ ধারণা এসে যায় যে, এই কিছু সময় পর করে নিবো, এখনো যথেষ্ট সময় আছে। ইবাদতের সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিবো না। এভাবে অলসতা করে বান্দা নেকী করার সুযোগ নষ্ট করে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৮১ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় পরীক্ষা: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মন্দ কাজের শিকার করে। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তা'য়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه একে বারে সত্যই বলেছেন: যে **আল্লাহ্ তাআলা**র শাস্তিকে ভয় করে, সে দূরকেও কাছে মনে করে। আর যে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হয়ে যায়। সে মন্দ কাজের শিকার হয়ে যায়।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৮১ পৃষ্ঠা)

তৃতীয় পরীক্ষা: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারনে নেকী করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ায রাযি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে প্রত্যেক নেক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। লোভ-লালসা মানুষকে প্রত্যেক হক থেকে বাধা দেয়। ধৈর্য কল্যাণের দিকে পথ দেখায় এবং নফসে আম্মারা প্রত্যেক খারাপ ও মন্দের দিকে আহ্বান করে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৮১ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ পরীক্ষা: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করার অভ্যস্ত বানিয়ে দেয়। যার কারণে অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এখনি তাওবা করে নিবো, এখনো যথেষ্ট সময় রয়েছে। আমি এখনো যুবক, আমার বয়স এখনো খুব কম, তাওবা সব সময় আমার ইচ্ছাধীন রয়েছে, যখন চাইবো করে নিবো।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৮১ পৃষ্ঠা)

পঞ্চম পরীক্ষা: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত হওয়ার কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যায়। তারপর নেকী করার উৎসাহ কমতে থাকে, গুনাহের আধিক্য বাড়তে থাকে। লোভ লালসা বৃদ্ধি পায়, অন্তর আখিরাতের চিন্তা থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়াবী আরাম আয়েশের প্রতি ধাবিত হয়ে যায়। (মিনহাজুল আবেদীন, ৮২ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ পরীক্ষা: উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষকে মৃত্যু থেকে উদাসীন করে দেয়। কেননা, বর্ণিত রয়েছে; **নবীয়ে মুখতার, উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ৩টি লাকড়ী নিলেন।

একটি নিজের সামনে, দ্বিতীয়টি সেটার সামনে, তৃতীয়টি আর একটু কিছু দূরে পূতে দিলেন। তারপর সাহাবায়ে কিরামগণকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করলেন: “তোমরা কি জানো এটা কি?” তাঁরা আরয করলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** ও তাঁর **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালোই জানেন। ইরশাদ করলেন: “একটি লাকড়ী হচ্ছে মানুষ, আর দ্বিতীয়টি হলো মৃত্যু, অতঃপর দূরবর্তীটা হলো আশা। মানুষ আশার দিকে হাত বাড়ায়, কিন্তু আশার স্থলে মৃত্যু তাকে তার দিকে টেনে নেয়।”

(মওসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাব কসরুল আমল, ৩/৩০৬, নং- ১০)

দিল ছে উলফতে দুনিয়া বিল ইয়াকীঁ নিকাল জাতি,
খার উন কি ছহরা কা দিল মে গার উথার জাতা।
লাযেমী হে হার ছুরত ছোড়না গুনাহো কা,
ভাই মউত ছে পেহলে কাশ! তো ছোধর জাতা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠা)

গুরুত্বপূর্ণ নসীহত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী কল্পনা করুন! নিজের ঐ সব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কথা স্মরণ করুন! যাদেরকে মৃত্যু নিঃশেষ করে দিয়েছে। আজ তারা মন পরিমাণ মাটির নিচে শায়িত রয়েছে। উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রসঙ্গে এক নসীহতকারীর নসীহত শুনি। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আবু যাকারিয়া তাইমী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে নকল করা হয়েছে; উমাইয়া খলিফা সোলাইমান বিন আব্দুল মালিক মসজিদে বসা ছিলো। তার নিকট একটি পাথর আনা হলো, যার মধ্যে কিছু লিখাছিলো। এজন্য কোন পড়ুয়াকে অন্বেষন করা হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাশরীফ আনলেন। তার মধ্যে কিছুটা এরূপ লিখা ছিলো: “হে আদম সন্তান! যদি তোমরা জীবনের চেয়ে নিকটবর্তী জিনিস মৃত্যুকে দেখে নিতে, তবে অবশ্যই উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে থাকবে এবং নিজ আমলকে বাড়াতে থাকবে। এমনকি তোমাদের লোভ ও প্রচেষ্ঠা কমে যবে। যদি তোমাদের পা পিছলে যায়, তবে কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের অপদস্ত হতে হবে। তোমাদের ঘরের সদস্য ও প্রতিবেশীরা তোমাকে কবরে রেখে আসবে।

বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজন দূর সরে যাবে। আর তুমি দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারবে না, আর নেকী বাড়াতে পারবে না। এজন্য লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।” এটা শুনে সোলাইমান বিন আব্দুল মালিক খুব কাঁদলেন। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/১৯৯)

কবর মে ময়্যত উতার নি হে জরুর,
যেই ছি করনি ওয়েছি ভরনি হে জরুর।

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা না রাখার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উচ্চ আশা না রাখার বরকতে হিদায়াত নসীব হয়। যেমন- **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে দুনিয়ার মধ্যে প্রবল ইচ্ছা রাখবে এবং এতে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার অন্তরকে দুনিয়াতে প্রবল ইচ্ছা অনুযায়ী অন্ধ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি প্রকাশ করবে এবং নিজের আশাকে কম করবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে শিখা ব্যতীত ইলম দান করবেন। আর কারো পথ দেখানো ছাড়াই হিদায়াত দান করবেন।” (কানযুল উম্মাল, ৩/৮২, আল জুযউস সালিহ, ৬১৯১)

উদাসীনতার চিকিৎসা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়াবী আশা-আকাঙ্ক্ষা কম থাকার মধ্যে উসাদীনতা প্রকাশিত হয় না। মানুষ গুনাহের প্রতি ধাবিত হয় না। তাওবার মধ্যে তাড়াতাড়ি করে এবং সব সময় নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করে। এই কারণে বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিজেকে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে ৩টি ঘটনা শুনি:

ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবু তাওবা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ নামাযের জন্য ইকামত দিলেন, আর আমাকে বললেন: আগে বেড়ে নামায পড়াও। আমি বললাম: শুধু এই এক নামাযই পড়াবো? এটা ছাড়া অন্য কোন নামায পড়াবো না?

এটা শুনে তিনি বললেন: তুমি তোমার অন্তরে অন্য নামাযের ব্যাপারে চিন্তা করছো? **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে উচ্চ আশা থেকে বাঁচান। কেননা, এটা নেক আমলের মধ্যে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/২০০)

ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা সাফওয়ান বিন সালিম رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه মসজিদেই থাকতেন, যখন মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন কান্না করে এটা বলতেন: আমার এটা ভয় হচ্ছে যে, দ্বিতীয়বার মসজিদে ফিরে যেতে পারবো কি না। (মওছুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কসরুল আমল, ৩/৩১৭, নং- ৬২)

ঘটনা: কোন ব্যক্তি হযরত যারারাহ বিন আওফা رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه কে মৃত্যুের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: হে কবরের বসিন্দা তোমার মতে কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তখন তিনি رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه উত্তর দিলেন। **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি এবং কম আশা রাখা। (ইয়য়াউল উলূম ৫/২৬৪)

কুছ নেকীয়া কামালে জলদী আখিরাত বানালে
কুয়ি নেহী ভরোছা এ ভাই জিন্দেগী কা। (ওসায়িলে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه এর উপদেশ:

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ বিন আলী যাহেদ رَحۡمَةُاللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه বলেন আমরা কুফায় এক জানাযায় অংশ গ্রহণ করলাম। এতে হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡه ও অংশগ্রহণ করেন। যখন লোকেরা মৃত ব্যাক্তিকে দাফন করতে লাগলো। তখন তিনি এক পার্শ্বে বসে গেলেন। আমি তার কাছে আসলাম এবং নিকটে বসলাম, তখন তিনি বললেন: যে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ শাস্তির ভয় রাখে দূরবর্তী জিনিষও তার নিকটে চলে আসে এবং যার মধ্যে আশা খুব বেশী তার আমল কমে যায় এবং মৃত্যু নিকটবর্তী। হে আমার ভাই! স্মরন রাখো! যে জিনিস তোমাকে **আল্লাহ্ তাআলার** স্মরন থেকে উদাসীন রাখে। যেটা তোমার জন্য অমঙ্গল। এটাও জেনে নাও যে দুনিয়া বাসী কবর বাসীর মতো। যে হাত থেকে বের হয়ে যায় তার জন্য আফসোস করে এবং যা কিছু ভবিষ্যৎ এর জন্য জমা করে রাখে তার জন্য খুশি হয়। অবশ্য পার্থক্য শুধুমাত্র এতটুকুই যেই জিনিসের জন্য কবরবাসী আফসোস করে দুনিয়া বাসী তার জন্য বিপরীতে হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ করে থাকে এবং আদালতে তার জন্য মামলা করা থাকে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/২০০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার নেক বান্দারা আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য নেকীর মধ্যে এমনি ভাবে ব্যাস্ত থাকতে দেখা যায়। যেমনিভাবে কোন প্রকাশ্য দুনিয়াদার মানুষ এই নশ্বর পৃথিবীকে আবাদ করতে সব সময় ব্যাকুল থাকে। আর যেমনিভাবে তার ভয় হয় যে, যদি আমি সামান্য পরিমান ও অলসতা করি তো আমরা সম সাময়িকদের থেকে পিছনে পড়ে যাবো। যদি সামান্য ভুল হয়ে যায় তবে আমার প্রাপ্ত উপকার ক্ষতির মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে। এমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দাদের এই ভয় হয় যে, যদি দুনিয়ার উপভোগ ও আরাম আয়েশের মধ্যে ঢুকে যায় তো চিরস্থায়ী জীবন শূন্য হয়ে যাবে। চিরস্থায়ী জীবন যা কখনো শেষ হওয়ার নয় ষাট সত্তর বছরের জীবনের সৌন্দর্য্য ও আরাম আয়েশের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে ঐ চিরস্থায়ী জীবনকে অসুন্দর ও বেগতিক বানানোটা নিঃসন্দেহে বোকামী ও পাগলামী। তারা না দুনিয়ার জাক জমক পূর্ণ মহল বানায় আর না ধন দৌলতের দিকে তারা মনোনিবেশ করেন। প্রকৃত পক্ষে তাদের দৃষ্টি তাদের খালিক ও মালিকের সন্তুষ্টির প্রতি নিবদ্ধ থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী মহলের বরকতে আজো দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আশাহীনের উদাহরন রয়েছে। সে সব ঘটনা পর্যালোচনার পর বুযুর্গানে দ্বীনগনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام স্মরণ তাজা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে দুই মরহুম রুকনে শূরার জীবন দ্বারা শ্রবণ করুন:

দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতীর ঘটনা

দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতি আবু ওমর মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, তাঁর আলমারিতে শুধুমাত্র চার জোড়া কাপড় রাখতেন। রবিউল আউয়াল শরীফের মধ্যে নতুন জোড়া কাপড় সেলাই করলে তো পুরনোটা কাউকে দিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের কিছু দিন আগে যখন পাঞ্জাবে গেলেন। তখন তাঁর সমস্ত কাপড় সাথে নিয়ে গেলেন। আর তা বন্টন করে দিলেন। জামেয়াতুল মদীনা হোক বা দারুল ইফতা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মুফতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কখনো বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন করেননি। মারকাযি মজলীশে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِى এর বর্ণনা;

তাঁর ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে তাঁর বেতন বাড়িয়ে ছিলাম, তখন তিনি আমার ঘলে নিজেই চলে আসলেন এবং খুব দুঃচিন্তায় ছিলেন। আমাকে বলতে লাগলেন। আমার বেতন যথেষ্ট পরিমান বেড়ে গেছে। আমার এই অতিরিক্ত বেতনের প্রয়োজন নেই। ইন্তেকালের কিছু দিন পূর্বে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুফতী তাঁর মোটর সাইকেল এবং ল্যাপটপ, কম্পিউটার ইত্যাদি সব বিক্রি করে দিয়েছিলেন। আর বললেন: এগুলো এখন আমার আর প্রয়োজন নেই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুফতী একবার ভাড়া করে বাসা নেওয়ার চিন্তা করছিলেন, তখন কেউ পরামর্শ দিলো যে, আপনি জায়গা ক্রয় করে নিচ্ছেন না কেন? তখন বললেন: জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, ভাড়া বাসাই যথেষ্ট।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করতে আর উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি পেতে, সুন্নাত সমূহ আপন করতে এবং নিজ সীনাকে ইশ্‌কে রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মদীনা বানানোর জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। গুনাহের জলাভূমি থেকে বের হয়ে। মাদানী মহলকে নিজের করে মাদানী কাফেলায় সফর করে খুব বরকত অর্জনকারী এক আশেকে রাসুলের মাদানী বাহার শুনুন:

ফ্যাসন পূজারী "সুন্নাতের মুবাল্লিগ" হয়ে গেলো

ইন্দোর শহরের (M.P ভারত) এক মর্ডান যুবক রমজানের শেষ দশ দিন ১৪২৬ হিজরী তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী আরাজনৈতিক সংগঠন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে আয়োজিত ইজতিমায়ি ইতিকাফের মধ্যে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মহল এবং আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো। চেহারায় দাঁড়ির বাহারে সাজাতে লাগলো এবং সবুজ পাগড়ীতে সবুজ হয়ে গেলো। সাথে সাথে ১২ দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো।

খুব মাদানী রং ছড়ালো اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ হয়ে গেলো اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ নিজের শহরের মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক হালকাযে মুশাওয়ারাতের নিগরানের আওতায় মাদানী কাজের সাড়া জাগানেরা সৌভাগ্যও অর্জিত হচ্ছে।

আল্লাহ্ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধূম মাচী হো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারণ ও তার প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিটি রোগের অনেক কারণ হতে পারে যদি ঐ কারণ সমূহ শেষ করে দেওয়া হয়, তবে ঐ রোগটাও শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতিকার উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম কারণ: দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রথম কারণ হলো: দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা। যেমন- আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুবনা আলী মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم থেকে বর্ণিত; **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের উপর দুটি বিষয়ের ব্যাপারে খুব বেশী ভয় করছি। কুপ্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরন করা। উচ্চ আশা দুনিয়ার ভালবাসার মধ্যে সম্পৃক্ত করে রাখে। স্মরন রাখবে! নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে দুনিয়া প্রদান করেন। যাকে ভালবাসেন এবং তাকে ও প্রদান করেন যাকে অপছন্দ করেন। কিন্তু যখন তিনি কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে ঈমানের দৌলত দান করেন। শুনে নাও! কিছু লোক দ্বীনদার আর কিছু দুনিয়াদার। তোমরা দ্বীনদার হও, দুনিয়াদার হয় না। স্মরন রাখবেন! দুনিয়া অতিবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে। আর আখিরাত নিকটে চলে আসছে। সাবধান! আজ তোমরা আমলের দিনের মধ্যে রয়েছে এতে কোন হিসাব নেই। আর খুব শীঘ্রই তোমরা হিসাব নিকাশের দিনের মধ্যে হবে। যেখানে কোন আমল হবে না। (মওছুয়াতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, কসরুল আমল ৩/৩০৩, নং ৩)

যখন বান্দা দুনিয়ার প্রতি এভাবে ভলবাসে যে, দুনিয়ার চাহিদা ভোগ এবং ব্যস্ততা থেকে পৃথক হওয়াটা তার মন চায় না। তখন তার মন দুনিয়াবী স্বাদ নিঃশেষকারী মৃত্যুর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা থেকে বিরত থাকে। আর যখন এই মানুষেরা অনর্থক চাহিদার মধ্যে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আর চাই যে প্রতিটি কাজ নিজের ইচ্ছানুসারে হয়ে যাক। এই জন্য দুনিয়ার মধ্যে সর্বদাই থাকার তাদের আসল উদ্দেশ্য। আর এই কারনে পর্যায়ক্রমে এই ধরনের চিন্তায় ঘিরে থাকে এবং নিজ অন্তরে ঘর বাড়ী স্ত্রী, বাচ্চা, বন্ধু, আত্নীয় স্বজন, ধন দৌলত এবং অন্যান্য সব কিছু প্রয়োজনীয় মনে করে তার পরে এই চিন্তায় তার মন স্থির হয়ে থাকে। আর এইভাবেই মৃত্যুকে ভূলে যায়।

দুনিয়ার ভালবাসার প্রতিকার

দুনিয়ার ভালবাসার প্রতিকার হলো এটাই যে কিয়ামতের দিন এবং এর কঠিন শাস্তি ও প্রাপ্ত অনেক বড় সাওয়াবের প্রতি বিশ্বাস রাখুন! যখন এর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যাবে। তবে অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের হয়ে যাবে। কেননা উত্তম জিনিসের ভালবাসা অসম্পূর্ণ জিনিসের ভালবাসা বের করে দেয়। যখন বান্দা দুনিয়াকে তুচ্ছ এবং আখিরাতের ভালবাসা দৃষ্টিতে রাখবে, তখন দুনিয়ার দিকে মনোনিবেশের প্রতি অমনোযোগীতা অনুভব করবে। যদিও পূর্ব পশ্চিমের বাদশাহী তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। সে দুনিয়ার দ্বারা কীভাবে খুশী হবে। বা তার অন্তরে দুনিয়ার ভালবাসার ভিত্তি কিভাবে হবে? অথচ তার অন্তরের মধ্যে আখিরাতের প্রতি ঈমান সুদৃঢ় হয়ে গেছে। আমরা **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে দোয়া করি যে, দুনিয়াকে আমাদের সামনে এমনিভাবে পতিত করো যেমনিভাবে তিনি তার নেক বান্দাদের সম্মুখে পতিত করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ: জ্ঞানহীনতা

উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বিতীয় কারণ: অজ্ঞতা/ জ্ঞানহীনতা।

(১) অজ্ঞতা তো এইভাবেই পাওয়া যায় যে, মানুষ তার যৌবনের উপর ভরসা করে এটা মনে করে থাকে যে, যৌবনে মৃত্যু আসবে না এবং

বেচারা এ কথা চিন্তা করে না যে, পুরো শহলে বৃদ্ধদের গননা করা যায় তবে তাদের সংখ্যা যুবকদের তুলনায় দশ ভাগ ও হবে না। আর সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হলো, যে অধিক লোক যুবক অবস্থায় মারা যায়। এমনকি একজন বৃদ্ধ মারা গেলে তো হাজারো বাচ্চা ও যুবক মৃর্ত্যে বরন করছে।

(২) বা অজ্ঞতা এমনো হয় যে, সুস্থ থাকার কারনে মৃর্ত্যে আসবে না। মৃর্ত্যেটা কোন এক আধ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে। আর এটাই তাদের মূর্খতা যে, এটা কোন ঘঠনা নয়। আর যদি এক আধ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে না নেওয়া প্রত্যেক রোগ। হঠাৎ এসে থাকে। আর যখন মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে মৃর্ত্যেও হঠাৎ এসে থাকে। আর যখন মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায়। তাহলে মৃর্ত্যেও হঠাৎ এসে থাকে। আর যখন মানুষ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায়। তাহলে মৃর্ত্যেও হঠাৎ এসে যাওয়াটা কোন বিষয়ও নয়। এর প্রতিকার হলো এটাই যে, নিজের মন মানষিকতা এভাবে তৈরী করুন। অন্য জিনিস ও মারা যায়। আমিও মরব। আমার জানাযাও উঠানো হবে। কবরে রাখা হবে। হয়তো আমার কবর ঢেকে দেওয়ার জন্য সিলি তৈরী হয়ে গেছে। এই অলসতা দূর না করা । আর এই ভাবে গড়িমসি করা এক বারেই মূর্খতা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, কিতাব কিরুল মউত ৫/২০১-২০২)

মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান

হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরাতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم তিন ব্যাক্তির সাথে বন্ধুত্ব না করার হুকুম দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন: (১) ফাজির (গুনাহ্গার) এর সাথে সম্পর্কে রেখো না। সে তার কাজকে তোমার সাথে পরিমাপ করবে এবং সে চাইবে যে তুমি ও তার মতো হয়ে যাও এবং তার খারাপ কাজকে ভালবাবে করে দেখাবে তোমার কাছে তার আসা যাওয়াটা দোষ ও বদনামী, (২) বোকাদের সাথে মেলামেশা করো না । সে তার কষ্টে পতিত করবে এবং সে তোমার কখনো উপকার করবে না। আবার কখনো এটাও হতে পারে যে সে তোমার উপকার করতে চাচ্ছে কিন্তু উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করে বসেছে তার চুপ থাকাটা বলার চাইতে উত্তম এবং তার দূরুত্বটাও ভাল। (৩) মিথ্যুকের কথা অন্যের কাছে পৌঁছাবে এবং অন্যকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে । আর তুমি সত্য বলবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্য না বলে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সুহবাহ, বাব ফি আদাবিস সুহবা, ৯/৭৫, হাদীস- ২৫৫৭১)

www.dawateislami.net

হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ হযরত সায়্যিদুনা আলি বিন উসমান হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “নফসের অভ্যাস হলো, সে তার সঙ্গীদের সাথে শান্তি পায় এবং যে ধরনের লোকদের সংস্পর্শ গ্রহণ করা যায়। সে তাদের অভ্যাস গ্রহন করে নেয়। এমন কি সে ব্যাক্তির সংস্পর্শে সংশোধনও হয়ে যায়। টিয়া পাখিকে মানুষের শিখানোর মাধ্যমে শিখলে বলতে শুরু করে। ঘোড়া তার অসভ্য আচরন দূর করে অনুসরণ করতে শুরু করে। এই উদাহরনগুলো বলছি যে কুসংস্পর্শে কতটা প্রভাববনীয় ও বিজযী হয়ে থাকে । আর এটা যে কোন ধরনের অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দেয় এই অবস্থা সব সংস্পর্শের ক্ষেত্রে একই রকম। (কাশফুল মাহজুব কারসী, ৩৭৫ পৃষ্ঠা) জানা গেলো; সংস্পর্শে মানুষকে নেককার বা বদকার বানানেরা ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা রেখে থাকে। ভাল সংস্পর্শের জন্য ভাল পরিবেশ প্রয়োজন। ভালো পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার ধরুন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সংশোধন হয়ে যায়, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান সময়ে **দা’ওয়াতে ইসলামী** মাদানী পরিবেশ **আল্লাহ্ তাআলার** অনেক বড় নেয়ামত। এইকারনে আপনিও **দা’ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিকেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এর বরকতে উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা কমে যাবে। **আল্লাহ্‌র** ভয় বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়ার ভালবাসা কমে যাবে। সম্পদের ভালবাসা অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে এবং ইছারের আগ্রহ সৃষ্টি হবে اِنْ شَآءَ اللّٰهعَزَّوَجَلَّ ।

১২ দিনের মাদানী কোর্সের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হতে এবং অন্যদের ও নেককার বানানোর চেষ্টায় উৎসাহ পাওয়ার জন্য বার দিনের মাদানী কোর্স করা উচিৎ।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিৎনার সময়ে নেকী করতে এবং গুনাহ্ থেকে বাঁচার পদ্ধতির সাথে সম্পক্ত শরীয়ত ও ত্বরীকত সমন্বয়ে মাদানী ইনআমাত প্রদান করেছেন। এই ১২ দিনের মাদানী কোর্সে এই মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সহজ ও এর উপর আমল করার আমলী অভ্যাস করানো হয়।

www.dawateislami.net

এছাড়াও তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, সঠিকভাবে কোরআন তিলাওয়াত, ওযীফা, মোনাজাত মাদানী হালকা, শাজরা শরীফ ও পড়া হয়। এমনকি বাতেনী সংশোধনও প্রশিক্ষনের জন্য অর্থাৎ ধ্বংসের পতিতকারী বাতেনী রোগ যেমন হিংসা, অহংকার, রিয়াকারী খারাপ ধারনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বয়ান, নামাযের পদ্ধতি অনর্থক কথা থেকে বাচার পদ্ধতি আরা অনেক কিছু শিখার সুযোগ হয়। আত্তারের দোয়াঃ হে **আল্লাহ!** যে কেউ ১২ দিনের মাদানী কোর্স করে পুলসিরাতে যেনো বিদ্যুৎ গতিতে অতিক্রম হয়ে যায় এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করে এবং **প্রিয় মাহবুব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়।

মাদনী ইনআমাত কি ভি মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কি তালিবো কি ওয়াস্তে ছোগাত হে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!

- বসরার বাদশাহ উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষার কারনে দুনিয়াবী আরাম আয়েশের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। যেই মাত্রা অন্তরে উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার আগুন নিভে গেল। অলসতার অন্ধকার দূর হয়ে গেল। তখন তার অন্তর তাওবার দিকে ধাবিত হয়। গুনাহ্ থেকে বিমুখ এবং দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। এমনকি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে গুনাহর প্রতি লজ্জিত হওয়ার বরকতে তার শেষ পরিনতি তাওবার উপর হলো।
- উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার ধোঁকায় পড়ে মানুষ এটা মনে করে যে এখনো বয়স অনেক রয়েছে। নেকী কালকে করে নিব। এই ধারনায় থাকা অবস্থায় মৃত্যু এসে যায়।
- দীর্ঘ অশা আকাঙ্ক্ষা আমলকে নষ্ট করে দেয়। নফসের অভিলাসের মধ্যে পতিত হয়ে মানুষকে অক্ষমও দূর্বল বানিয়ে দেয়।

www.dawateislami.net

❖ দুনিয়াবী আশা আকাঙ্ক্ষা কম হলে অলসতা প্রকাশ পায় না। মানুষ গুনাহের প্রতি ধাবিত হয় না। তাওবার মধ্যে তাড়াতাড়ি করে এবং সব সময় নিজের মৃত্যুকে স্মরন করে। এই কারনে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام নিজেরকে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে আজো দুনিয়া থেকে বিমুখ ও আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগকারীদের উদাহরন রয়েছে। যাদের ঘটনা পর্যালোচনা করার পর বুযুর্গানে দ্বীনগনের اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণ তাজা হয়ে যায়। সংস্পর্শে মানুষকে নেক বা খারাপ বানানোর মধ্যে কাজ করে থাকে। ভালো সংস্পর্শের জন্য ভাল পরিবেশ প্রয়োজন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বর্তমান সময়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ **আল্লাহ্ তাআলা**র অনেক বড় নেয়ামত। এই জন্য আপনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এর বরকতে উচ্চ আশা আকাঙ্ক্ষার কমতি ও অন্যান্য বাতেনী রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১২ মাদানী কাজের এক মাদানী কাজ মাদানী হালকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে ভাল সংস্পর্শ রয়েছে। এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে লাখো মানুষ গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নেকী পূর্ন জীবন অতিবাহিত করছেন। আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে অংশ গ্রহণকারী হয়ে যান। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের এক কাজ ফজরের নামাযের পর মাদানী হালকা যেটাতে প্রতিদিন কোরআনুল কারীমের তিন আয়াত তরজুমা সহ তিলাওয়াত কানযুল ঈমান ও তাফসীরে খযায়েনুল ইরফান/ তাফসী নুরুল ইরফান/ তাফসীর সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস এবং শাজরায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়া পড়া হয়। কোরআন শরীফ পাঠ করা করানোতে এবং বুঝাতে বুঝানোতে অনেক বরকত রয়েছে;

নবীয়ে মোকর্‌রম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোরআনে পাক শিখে ও শিখায় এবং যা কিছু কোরআনে পাকে রয়েছে। এর উপর আমল করলো। কুরআন শরীফ তার সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে।" (তারিখে দামিস্ক লইবনে আসকির ৪১তম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা। আল মুজামুল কবীর লিত তাবরানি ১০ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০৪৫০) অন্য আর এক হাদীসে পাকে রয়েছে; যে ব্যক্তি কোরআনুল কারীমের একটি আয়াত বা দ্বীনের কোন সুন্নাত শিখানো কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য এমন সাওয়াব তৈরী করবেন এর চেয়ে উত্তম সাওয়াব কারো হবে না। (জমউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ূতী, ৭/২০৯, হাদীস- ২২৪৫৪) এই জন্য আপনি ও দারা বাহিক ভাবে মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিন। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এর খুব বরকত অর্জন হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পানি পান করার ১৩টি মাদানী ফুল

* **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি আলীশান ফরমান: "উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে (পানি) পান করো না। বরং দুই বা তিনবার (নিঃশ্বাস নিয়ে) পান করো। আর পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করো এবং পান শেষে اَلْحَمْدُ لِله বলো।" (সুনানে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৯২)

✱ নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাত্রে নিঃশ্বাস নিতে বা তাতে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৭২৮) প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা জীব জন্তুদের কাজ। তাছাড়া নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়। তাই নিতান্তই নিশ্বাস ফেলতে হলে, পাত্র থেকে মুখ পৃথক করে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে অর্থাৎ নিঃশ্বাস ফেলার সময় মুখ থেকে পানির পেয়ালাটি সরিয়ে নিতে হবে। গরম দুধ বা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না। বরং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঠান্ডা হওয়ার পরই পান করুন। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তবে দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে পানিতে ফুঁক দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।" ✱ পান করার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করে নিন। ✱ চুমুক দিয়ে ছোট ছোট ঢোঁকে পান করুন। বড় বড় ঢোঁকে পান করলে যকৃতের **(LEAVER)** রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ✱ পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। ✱ বসে এবং ডান হাতে পানি পান করুন। ✱ বদনা ইত্যাদি দ্বারা অযু করা হলে সেটার অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা স্বরূপ। কেননা সেটা পবিত্র জমজমের পানির সাদৃশ্য রাখে। এই দুই প্রকার (অর্থাৎ ওযুর বেঁচে যাওয়া পানি এবং জমজমের পানি) ব্যতীত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড, ৫৭৫ পৃষ্ঠ-, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৬৯) এ দুই প্রকারের পানি ক্বিবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করবেন। ✱ পান করার পূর্বে দেখে নিন পাত্রে ক্ষতিকর জিনিস ইত্যাদি আছে কিনা (ইত্তেহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, ৫ম খন্ড, ৫৯৪ পৃষ্ঠা) ✱ পানীয় দ্রব্য পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলবেন। ✱ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: بِسْمِ الله পাঠ করে পান করা শুরু করবেন। ১ম নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن এবং

তৃতীয় নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা) ✱ গ্লাসে অবশিষ্ট মুসলমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযোগী হওয়া সত্ত্বে তা অযথা ফেলে দিবেন না। ✱ বর্ণিত রয়েছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টে শিফা রয়েছে। (আল ফতোয়াল ফিকহিয়্যাতুল কুবরা লি ইবনে হাজর আল হায়তামী, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। কাশফুল খিফা, ১ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা) পানি পান করার কয়েক মুর্হুতে খালি গ্লাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, গ্লাসের উপর থেকে বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গ্লাসের তলায় জমা হয়ে যায়। তাও পান করে নিবেন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আয়ো মাদানী কাফিলে মে হাম করেঁ মিল কর সফর,
সুন্নাতে সিখেঁগে ইস মেঁ اِنْ شَآءَاللّٰه **সরবসর।**
তিস তিস আওর বারা বারা দিনকে মাদানী কাফিলে,
মেঁ সফর করতে রহো জব ভি তুমহেঁ মওকা মিলে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ الْحَبِیْبِ

الْعَالِی الْقَدْرِ الْعَظِیْمِ الْجَاهِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযূরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বওলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net